গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রকৃতি:- গুপ্ত ও সমসাময়িক কোনো কোনো ঐতিহাসিক
নিদর্শন অনুসারে বলা যেতে পারে যে
প্রাকৃতিকল্যাণমূলক ছিল। এ বিষয়ে সাহিত্যের সেবকের আদর্শ,
পূর্ববর্তী কালের ঐতিহাসিক রীতি ও শাসন নীতির উপর
গুপ্ত শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হয়। সমসাময়িক সূত্র
গ্রামভোজক নামে পূর্ববর্তী কালের শাসন প্রণালীর কিছুটা
পরিচয় ও সংক্ষিপ্ত মাত্র পাওয়া গিয়েছিল। মন্ত্রী, সান্ধিবিগ্রহিক,
সেনাপতি, প্রতিহার ও প্রধান বিচারক অন্যান্য কর্মচারী
এবং বিভিন্ন দপ্তরের বিভাগের কথা গুপ্ত শাসনের
ভিত্তি স্তম্ভের পরিচয় পাওয়া যায়। তাদের
মহাক্ষত্রপ উপাধি ছিল। গুপ্ত শাসনের সাথে
প্রত্যক্ষ যুদ্ধের সম্পর্ক ছিল। সেজন্য সেনাবাহিনী
সমস্ত কথা উল্লেখ করা অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে
গুপ্ত শাসনপ্রণালী ছিল সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসংগঠিত।
গুপ্ত শাসনের কেন্দ্রীয় সরকার
ছিল সুদৃঢ়। রাজা ও রাজপরিবার সহ
প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট, প্রশাসনিক প্রতিটি শাসনবিভাগের
উপর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ পূর্ববর্তী
যুগের চেয়ে কম মনে হয়। গুপ্ত শাসনে একটি বলা
অত্যন্ত জিনিসটি, বহুদিন সাধু ও গুপ্ত শাসন ব্যবস্থা
সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শান্তি ও বিদেশিক আক্রমণের
বিরুদ্ধে নিরাপত্তার বিধান করতে সক্ষম হয়েছিল।
গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিস্তৃত
ব্যবস্থা ছিল উদার ও মানবিক। শাসন কাজের
সুবিধার জন্য প্রাদেশিক ও স্থানীয় প্রশাসনিক বিভাগ
করা হয়েছিল, তবুও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন
প্রদান গুপ্ত শাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এছাড়া
বর্ণনা মোতাবেক জানা যায় যে বিদেশ ব্যবস্থা, জন
প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিচারালয়ে যেতে হতো না।
এছাড়া সততা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে
হতো, প্রশাসনিকদের স্বার্থ ও সততার নিয়ন্ত্রণের
জন্য গুপ্তচরেরা সর্বদাই সজাগ দৃষ্টি রাখতেন।
এর বিষয়ে উদ্যোগ হয়।
সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা গুপ্ত শাসনের
অন্যতম কাজ হয়ে উঠেছিল। এর একটি দিক গুপ্ত
শাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গুপ্ত শাসনপ্রণালীর
উল্লেখযোগ্য প্রশংসা না করে পারি না যে
ধর্মীয় প্রাধান্যের অধিকারী সত্ত্বেও গুপ্ত রাজগণ
সমস্ত ধর্মের প্রতি সহিষ্ণু ছিল। বুদ্ধ ও মহাবীর
মহাপুরুষদের প্রতি উদ্যোগ, সাধারণ মানুষের
সমৃদ্ধি ও নৈতিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে কাজ করেন। এছাড়া

বলা যায় যে বলশেভিক • আদর্শ ছিল অনুকরণযোগ্য,
কিন্তু সমাজতন্ত্রের নীতি কিন্তু সমানভাবে মেনে চলতে
পারেনি জনগণ। ছিল বিপ্লবের পর রাশিয়ার
নীতিগুলির আদর্শের সাথে অধিকাংশ নীতির
ছিলনা কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সাম্যনীতিটির
সাথে আদর্শের সামঞ্জস্য ছিল, পরিণতি
স্বাধীনতাকে ও দুর্বলতা পায়, এছাড়া সমস্ত
কার্যকলাপগুলি, পরিকল্পনা, নিয়ন্ত্রণ ও নীতি
গ্রহণ এক অলক্ষ্য শক্তির হাতে ছিল, শাসিত
জনগণের মধ্যে এক অসন্তোষ দেখা দিল, কারণ
সেগুলি কখনো ও বিকল্পহীন কখনো এত এক অলক্ষ্য
শক্তির হাতে ছিল, শ্রমিক ও নতুন শাসনি
প্রণালী এর প্রকৃত উদ্দেশ্য,